আইবিএম-এর নবজন্মে পথ বাঁধছে পিসির সাফল্য

নাজীমউদ্দিন মোস্তান

এক বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা লোকসান দেবার পর কমপিউটার জগতের ডাইনোসর আইবিএম অতিকায় লুপ্ত প্রাণীর মত ইতিহাসের যবনিকার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাবে, এটাই ছিল তার সবচেয়ে সহানুভূতিশীল অনুগ্রাহকেরও ধারণা। কিন্তু বিশাল কর্মকাঠামোকে খণ্ড খণ্ড করে স্বাধীন কোম্পানী হিসাবে বিভাগগুলিকে অস্তিত্ব রক্ষার শেষ যুদ্ধে নামিয়ে দিয়ে আইবিএম আবার পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেয়েছে, তার পিসি কোম্পানী লোকসান ও ভরাডুবির রাজ্যে প্রথম সাফল্য ও বিপুল মুনাফার বারতা জানাতে পেরেছে। পাশ্চাত্য পত্রপত্রিকা অতীব সম্ভাবনাময় থিংকপ্যাড 700C কে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দানের বহু আগে **মাসিক কমপিউটার জগৎ** এটিকে বছরের সেরা কমপিউটার পণ্য হিসাবে ঘোষণা করেছিল, তার সাফল্য আরও অবিশ্বাস্য। একবছরে সারা বিশ্বে ৬,০০০ 700C থিংকপ্যাড বিক্রির প্রত্যাশায় বুক বেঁধেছিল আইবিএম। মাত্র ৫৩ দিনের মাথায় এই ক্ষুদ্র কমপিউটারের বিক্রি ১ লক্ষ পীস ছাড়িয়ে যাওয়ায় প্রমাণিত হলো, বিশ্ব যাচ্ছে মিনিয়েচারের দিকে।

আইবিএম-এর Think Pad

আর এ সম্ভাবনা সামনে রেখে যুদ্ধমান পক্ষগুলির "ব্রাণ্ডটিম" গত হেমন্তে মাত্র দুমাসের মধ্যে বাজারে ছেড়েছে নূতন ৫৯টি পণ্য। তার মধ্যে আছে অতীবসুলভ ক্লোন শ্রেণীর **Value Point** পিসি। এপল ও মোটরোলার সাথে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ থেকে আইবিএম শিখছে, কঠোর কঠিন পথ বেয়ে উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতায় কীভাবে একবিংশ শতাব্দীর সন্নিহিত এ সময়ে বাজারে টিকে থাকতে হবে।

মাত্র একবৎসর আগে আইবিএম তার প্রতিষ্ঠানের বল বুদ্ধি শক্তি দিয়ে অতি উচ্চদামের, আগ্রহশূন্য পুরোনো ধাচের পিসি বাজারে চালিয়ে বছরে ১০০ কোটি ডলার লোকসান গুনেছে। গত সেপ্টেম্বরে এ শাখাকে আলাদা করে দেবার পর পতনরোধ করে বাজারে সদর্পে এগিয়ে এসে আইবিএম পিসি ঘোষণা করেছে যে, তারা লাভের মুখ দেখেছে। আইবিএম-এর শীর্ষ কর্তা ক্যানাবিনো ও লুই ভি গার্স্টনার বলেছেন, পিসি কোম্পানীর সাফল্য সমগ্র আইবিএম-এর অন্যান্য শাখা কোম্পানীকে সচল করার নজীর হবে এখন।

এসাফল্য এত সহজ ছিলনা। আইবিএমের সাথে প্রতিযোগীদের কর্ম ও যৌথ উদ্যোগের সহযোগিতা গড়ে তুলে নীতি ও কর্ম পদ্ধতি আমূল বদলে ফেলবার জন্য বিশাল প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহীদের মধ্যে চলেছে তুমুল বিতর্ক ও মতবিনিময়। তার পর এসেছে মতৈক্য। পতনোন্মুখ আইবিএমের হাল ধরেছেন যাঁরা, তাদের আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ যতই প্রবল হোক, এদিকে শেয়ার বাজারে আইবিএমের শেয়ারের দর পড়ে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে মূলধন সংকট। অতীতের বিপুল উপার্জন ও সম্পদ খুইয়ে আইবিএম তার পুনর্গঠনের জন্য হাত পেতেছে আবারও ব্যাঙ্কারদের কাছে। ব্যবস্থাপনার এযুগে আইবিএম দিয়েছে ধ্বংস ও বিলুপ্তিরোধের এক দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাপনার অগ্নিপরীক্ষা। আইবিএম তার হাজার হাজার কর্মচারীকে **function** বা করণীয় কাজের আলোকে বিন্যস্ত করতো। কিন্তু পুনর্গঠন পর্যায়ে পণ্য ওয়ারী কর্মগ্রুপ পৃথক হয়ে যায়। কেবল পিসি কোম্পানীতেই দাঁড়ায় পাঁচটি কর্মদল— যেমন, নিম্নমূল্যের **Value point** দল, বহনযোগ্য পণ্য দল, এশীয় ভূখণ্ডে সংযোজিত করে ইউরোপীয় বাজারে বিক্রির **Ambra** ইত্যাদি। প্রতিটি গ্রুপকে নিজ ব্রাণ্ড উন্নয়ন, উদ্ভাবন নির্মাণ, মূল্যনির্ধারণ, বাজারজাতকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়।

আইবিএম কেন মরতে বসেছিল, তা ধরা পড়ে, এই পুনর্গঠনের সময়। ব্রাণ্ডওয়ারী টীম ভাগ করার আগে সবাইকে ডাকা হলো আলোচনা সভায়। দেখা গেল, আইবিএমের জন্য কী ভাল হবে, সেদিকে কারু ভ্রূক্ষেপ নেই। কাজওয়ারী মার্কেটিং, হিসাবরক্ষণ, সার্ভিসিং — প্রত্যেকের নিজ অঙ্গন নিয়ে মহাতোলপাড়। আর তেমন মার্কেটিং কর্তারাই স্থির করেছিলেন, হাতের মুঠোয় ধরার মত **700C Thinkpad** তাঁরা সারা বিশ্বে বেচবেন ৬০০০টি। কিন্তু ব্রাণ্ডনাম ওয়ারী কর্মদল গঠনের ফলে ৫৩ দিনের মাথায় বিক্রি ছাড়িয়ে গেল ১ লক্ষ। গত দুবছরেও এত ল্যাপটপ বিক্রি করতে পারেনি আইবিএম।

পণ্যওয়ারী টিমগুলি এখন আছে তুঙ্গে। মাত্র দুমাসে তারা ৮৯টি নয়া পণ্য বাজারে ছেড়েছে। এর মধ্যে ক্লোনের আইবিএম প্রকরণ **Value point** পিসি রয়েছে। বিপণন ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রতি সদয় হয়েছে এসব টীম। তারা ফরমায়েশের সাথে আগাম প্রদানের শর্ত ৩০ শতাংশে নামিয়েছে। এর ফলে আইবিএমের স্থানান্তর ও রপ্তানীচালান এক-তৃতীয়াংশে বেড়ে গেছে। তাদের সাফল্যের সব খবর এখনও তারা চাপা দিয়ে রেখেছে। আইবিএম তার অতিকায় অস্তিত্বে যতসব লোকলস্কর, ব্যয়বাহুল্য নিয়ে কাজ করতো, তাও এখন দূর হচ্ছে। পিসির দর কমছে। প্রতিযোগিতায় তালমিলিয়ে পা রাখছে আইবিএম। প্রতিযোগিতার জবাবে প্রতিযোগিতা, দর কর্তনের জবাবে দর কর্তন এখন

ফিন

ক্যানাবিনো

আইবিএম পিসির রীতি। গত অক্টোবরে আইবিএম যখন **Value point PC** ছাড়ার কথা ঘোষণা করে, কম্প্যাক একদিন আগে **Prolinea** শ্রেণীর পিসির দাম আরও কমিয়ে হাওয়া ধরার চেষ্টা করে। **Value point** টীম রাতের মধ্যেই কোম্পানীর গগনচুম্বী ম্যানহ্যাটান ভবনে বসে দর তালিকা এত দ্রুত পুনর্লিখন করে যে, তাদের তখন বিপণন পোষ্টার নূতন করে তৈরীর সময়ও ছিলনা। সমগ্র আইবিএম বিপণন কাঠামো রাতের মধ্যে দর কমানোর সংবাদ পেয়ে কাজ শুরু করে। এখন ব্রাণ্ডটিমের মাত্র ৬ জন নির্বাহী বসেই দাম কমিয়ে দিতে পারেন। মার্চে কম্প্যাক আবার দাম কমানোর চেষ্টা করলে অন্যান্য পিসির উৎপাদকের সাথে এরা পাল্লা দিতে পারেন, এটা প্রমাণিত হয়েছে। এখন প্রমাণ কতে হবে, সর্বদাই তাঁরা তা পারবেন। এপ্রিলে এ কোম্পানী সমগ্র Value Point ধারার মানউন্নীত করে তাকে বাজারে খাড়া রেখেছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে নয়া **Thinkpad** বাজারে আনার ঘোষণা দিয়েছেন তারা। কোম্পানী দেখাতে পেরেছে, তার উদ্ভাবন শক্তি ফুরিয়ে যায়নি। চলতি জুন মাসে তারা প্রথম নিম্ন মাত্রার বিদ্যুৎ শক্তিতে চালিত ডেস্কটপ মেশিন বিক্রি শুরু করবেন। এর নাম গ্রীণ পিসি। উদ্ভাবনে অভিনব, আর কেউ দেখেনি এমন ঝোঁক পরিহার করে কাজের মেশিনে আধুনিকতা আনতে চাইছেন এরা। এপল আর মোটরোলার সাথে যৌথ উদ্যম নিয়ে আগামী দশকের প্রযুক্তিগত সহায়সম্বল তারা হাতে নিতে চাচ্ছেন। এখন ছয়টি যৌথ উদ্যমের কাজ চলছে। আগে হলে আইবিএম অন্যের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নিজে আবার আবিষ্কারে নামতো। সে বাতিক এখন নেই। বিগ ব্লু-র বর্তমান পলিসি হচ্ছে যার আছে তার কাছ থেকে নাও।

এখন আইবিএমের কম সচল শাখা কোম্পানীকে ভাবতে হবে, তারা কোন পথে যাবেন। হবুচন্দ্র হয়ে বসে থাকবেন, নাকি করিৎকর্মা পিসিকে অনুসরণ করে যৌথ উদ্যমে নিজের স্থবিরতা কাটাবেন।

এপল কমপিউটার ও মোটরোলার সাথে তিনটি যৌথ উদ্যমে নেমেছে আইবিএম। **Taligent, SomerSet** ও **Kaleida** নামে যথাক্রমে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার, মাইক্রোপ্রসেসর চিপ্স ও মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের কাজে নেমেছে। ১৯৯৫ সনের মধ্যে এসব পণ্য বাজারে নামবে। তার জন্য শত শত কোটি ডলার ঢালবে এরা। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মবৃত্ত আলাদা। মাত্র কয়েকশ করে কর্মচারী নিয়ে তাদের যাত্রা। ক্ষুদ্র বিকেন্দ্রীকৃত, ব্যবস্থায় কাজ চলে ভাল। আইবিএমের পুনর্গঠন ব্যবস্থাপনা জগতকে এ সত্য জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ভাল করে। এর আগে **RS/6000** ওয়ার্ক ষ্টেশনকে অবলম্বন করে আইবিএম পুরাতন ধাঁচে যে নয়া কমপিউটিং পদ্ধতি বা প্লাটফরম তৈরী করতে

(বাকী অংশ ১৩নং পৃষ্ঠায়)

পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

পার্সোনাল কমপিউটিং উইণ্ডোজ বিতর্ক

জনাব মোস্তাফা জব্বার কমপিউটার জগৎ-এর মে সংখ্যায় উক্ত শিরোনামে বাংলা ফন্টের ব্যাপারে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন, সে ব্যাপারে সচেতন বহু পাঠকের মতো আমারও কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে ডস-এর বিষয়টি টেনে এনে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়।

ডস-পাঁচ ও ছয়ে ডসশেলের সাহায্যে মাউস ব্যবহার করে ব্যবহারকারী অনায়াসেই প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারেন। এছাড়া XTREE বা ঐ জাতীয় প্রোগ্রাম ডস-এর সাথে ব্যবহার করলে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে, ডস এক ধরনের সুবিধা দেয় উইণ্ডোজ আরেক ধরনের সুবিধা দেয়। যার যা দরকার তিনি তা-ই ব্যবহার করবেন। তার জন্যে আক্রমনাত্মক ভাষা ব্যবহার কি প্রয়োজন?

উইণ্ডোজ চালাতে সোজা হলেও ওর জন্যে প্রোগ্রাম লিখতে গেলে Realize Visual Basic অথবা Visual C-এর প্রয়োজন হয়। তখন সেটি আর ব্যবহারকারীর পর্যায়ে রাখা যায় না বিশেষজ্ঞ হতেই হয়। যারা ফন্টোগ্রাফার ব্যবহার করে ফন্ট তৈরী করেন তারা তো অবশ্যই বিশেষজ্ঞ। তাহলে ডস বিশেষজ্ঞ হলে দোষ কোথায়? জনাব জব্বার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা যা কাজ করেছেন তা তো কেউ অস্বীকার করছেন না।

খসরুল ইসলাম
টোটাল সিস্টেম মেনেজমেন্ট, ঢাকা।

সরকারী অফিসে কমপিউটার ব্যবস্থাপনা

কমপিউটার জগৎ পত্রিকায় ব্যাপক কমপিউটারায়নের স্বপক্ষে পরামর্শ ও লেখা দেখে এক এক সময়ে মন আশায় ভরে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে কমপিউটার পেশায় এসে দেখি সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। আমি একটি সরকারী অফিসের কমপিউটার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি। দপ্তরটিতে প্রচুর ডাটা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ডাটা ব্যবহার করতে কর্তৃপক্ষ খুব একটা আগ্রহী নন। অনেক সময় কমপিউটার ডাটা ব্যবহার না করে হাতে প্রস্তুত তথ্য ওয়ার্ডস্টারে টাইপ করে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া সাধারণ টাইপের জন্য টাইপরাইটার ও টাইপিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অপ্রয়োজনীয় বাংলা/ইংরাজী টাইপের কাজ কমপিউটারে করাতেই কর্মকর্তাগণ বেশী আগ্রহী এ সুযোগে টাইপিষ্ট হিসেবে নিয়োজিত সহকর্মীগণও তাদের কাজটি কমপিউটারে চাপাতে সচেষ্ট।

ফলে সর্বদা কমপিউটারে সাধারণ টাইপের কাজসহ ডাটাবেজ-এর কাজে অপারেটরকেই ব্যস্ত থাকতে হয় আর দপ্তরের স্টাটলিপিকার, স্টাট-মুদ্রাক্ষরিক ও টাইপিষ্ট পদে কর্মরতদের টাইপের কাজ বলা যায় প্রায়ই না করলেও চলে। দপ্তরটিতে কর্মরত স্টাটলিপিকার/স্টাট-মুদ্রাক্ষরিকগণ ২-বৎসরেও একবার ডিকটেশন নিচ্ছেন বলে দেখা যায়নি। স্টাটলিপিকার/স্টাট-মুদ্রাক্ষরিকগণ ব্যক্তিগত সহকারীর কাজ করেন বলে কর্মকর্তাদের টেলিফোন ধরা, ডাক গ্রহন প্রেরণ ও ফাইল আদান প্রদানের খাতা লেখার কাজেই তাঁদের ব্যস্ত দেখা যায়।

প্রিন্টার হেড ভাংগা থাকায় যেনতেন টাইপফেস হলেও টাইপের কাজ কমপিউটারেই করে দিতে হয়। কমপিউটারের কাজ তদারকী করার কোন নির্দিষ্ট নীতি না থাকায় একই সময় একাধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন ফলে যে বিড়ম্বনা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয় তার কোন প্রতিকার বা প্রতিরোধের উপায় নেই। কেন না চাকুরী নড়বড়ে ও এসিআর খারাপ হওয়ার ভয় আছে। এ প্রকার অব্যবস্থা ও অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে চাকরী করে যেতে হয়।

এবারে বেতন ও আর্থিক সুবিধার কথাও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুরাতন ১০০০-১৭২৫/- টাকার বেতন স্কেল এবং বিধি মোতাবেক পারিতোষিক হলেও যথেষ্ট পরিশ্রম ও মেধার কাজ করতে হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, সিলেকশন গ্রেড এবং পদোন্নতির কোন নিয়ম নেই। অথচ স্টাটলিপিকার, স্টাট-মুদ্রাক্ষরিক ও মুদ্রাক্ষরিক পদের জন্য ২টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট, একধাপ পরের বেতন স্কেল সিলেকশন গ্রেড প্রদানের নিয়ম আছে এবং সকলেই পাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট পদের কাজে পারদর্শী না হলেও। তদুপরি অনেক সময় নিম্ন স্কেলভুক্ত কর্তা কর্মচারীদের নির্দেশে ও তাদের পছন্দ মাফিক কাজ করতে হয়। পিসি সম্বলিত দপ্তর হলেও প্রোগ্রামারদের পদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা হচ্ছে কিন্তু সহকারী প্রোগ্রামার পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেই। ডাটা চেকিং করার জন্যও কোন ব্যবস্থা নেই।

যাহোক অন্যান্য কমপিউটার সম্বলিত সরকারী দপ্তরে এই পেশায় নিয়োজিতগণ এহেনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে কমপিউটারায়নের পথিকৃৎ, বিসিসি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সুধীবৃন্দের কাছে প্রশ্ন কমপিউটারায়নের পথ দেখানোর সময় আমাদের সমস্যার কথাও কি ভাবা উচিৎ নয়?

মোঃ আতাউর রহমান
খিলগাঁও, ঢাকা।

এ দুঃখ নয়, লজ্জা!

বর্তমান সরকারের আমলেই কমপিউটারে ডাটা এন্ট্রি শিল্পের সুযোগ বাংলাদেশে না এসে ভারতে চলে গেছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তা প্রস্তাব, ফ্রান্সের প্রস্তাব, প্রবাসী বাংলাদেশী কমপিউটার বিজ্ঞানীদের এ শিল্প স্থাপনের আগ্রহ— সবই আজ অতীত স্বপ্ন। কমপিউটার কাউন্সিল, মন্ত্রণালয় ও সরকারের কারণে সব সুযোগ বিনষ্ট হয়ে গেলো। অথচ সময়ে আমরা দেখছি, অর্থমন্ত্রী প্রাক্-বাজেট আলোচনায় শিল্পবণিক সমিতির নানা স্তরের সাথে বারবার আলোচনায় মিলিত হলেও বিপুল কর্মসংস্থান ও রপ্তানী আয়ের সম্ভাবনার বিকাশোন্মুখ কমপিউটার খাতের সাথে মতবিনিময়ের কোনো গরজ অনুভব করেননি। শিল্প-বণিক সমিতিরও এ বিষয়ে কোনো ভাবনা-প্রস্তাব নেই, আর বছরে কোটি টাকা ব্যয় করে কমপিউটার কাউন্সিল বাড়াচ্ছে শুধু কর্মসংস্থানবিহীন ফাইলের স্তূপ। ছিঃ।

সরকার ও বিরোধীদল এখনও ব্যস্ত বাকবৃত্তি (বাকযুদ্ধ) ও লাঠিয়াল বৃত্তিতে, এটাই আমাদের আজকের রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সময় এসেছে, সরকার কিংবা বিরোধীদল, মন্ত্রিসভা, কমপিউটার কাউন্সিল ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ঝাকড়া চুলের সাংসদ— সকলের প্রযুক্তি বিরোধী কর্মকাণ্ড জনগণকে জানানোর।

তথাকথিত নেতা-নেত্রীরা, কর্মকর্তারা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য সেমিনার-আলোচনা-আহবান করছেন, কমপিউটার পেশার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কিছুই ভাবছেন না। সময়ের প্রেক্ষিতে আজ দাবী উঠেছে— 'জনগণের কমপিউটার পরিষদের'।

ধন্যবাদ কমপিউটার জগৎ-কে। তবে এতে 'আমলা মনোভাবাপন্ন' শিল্প-বণিক সমিতির পশ্চাদমুখী বিজ্ঞান অমনস্ক কোনো প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না হলেই ভালো (কি লজ্জা!)।

এখন, জনগণের অর্থনৈতিক ও সার্বিক উন্নতির জন্য জনগণকেই কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে (রাজনৈতিক নেতারা দুঃখ পাবেন না আশা করি, নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে)। জানতে পারলাম, UNDP, ITC ও বাংলাদেশ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে দেশে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার উন্নয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রাজস্ব আদায়ের 'যৌথ' উদ্যোগ আছে তো!

শরীফ উদ্দিন আহমদ
মীরপুর, ঢাকা।

আইবিএম-এর নবজন্ম

(১৯ নং পৃষ্ঠার পর)

আইবিএম-এর অগ্রগামী ওয়ার্কস্টেশন ও সিস্টেম ডিভিশন অবশেষে অনুধাবন করেছে যে, মোটরোলার সাথে কাজ করলে তারা একক চিপ দিয়ে power PC গড়তে পারবেন তাতে টাকা বাঁচবে প্রচুর। শেষ পর্যন্ত এপলও Power PC ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছে। আইবিএম তার সাথে Taligent ও Kaleida সফটওয়্যার প্রকল্পে নেমেছে যৌথ উদ্যমে।

দুই পক্ষের কর্মধারা সম্পূর্ণ আলাদা আইবিএম যেন আত্ম পরিচয়ে শার্দুল। এপল যেন মেঘডম্বুরে সাজা না সাজার ময়ূর। প্রথম কয়টি বৈঠকে আইবিএম-এর ইঞ্জিনিয়াররা তাদের দলবদ্ধ আত্মজাহিরের উর্দি ছাড়া বেড়ানোর পোষাকে হাজির হয়ে দেখতে পায় এপলের লোকেরা এসেছে আইবিএম ষ্টাইলের স্যুটের সাথে সাদা জামা চড়িয়ে। তাতে হাসির হোল্লড় পড়ে। আরম্ভটি ছিল ভাল। সবাই একাত্ম হয়ে কাজে নামে। কর্মধারায় আসে সিলিকন ভ্যালির সৃজনশীলতা ও কবিত্ব সময় ও ঘন্টার চাইতে কাজের গরজ বেশী, কর্মদল ছোটখাটো, অবকাশে খোলাপিঠায় কামড় বসিয়ে শরীরে যোগানো হয় শক্তি। Taligent-এর আবহ ভিন্নওটা ক্যালিফোর্নিয়ায় খোদ এপলের কর্মক্ষেত্রে। ১৯৯৫-তে নয়া অপারেটিং সিস্টেম হাজির করার জন্য এপল এতিমধ্যে কাজ করেছে কয়েক বছর। আগে থেকে তৈরী সফটওয়্যার কাঠামোর মধ্যে গ্রাহকের তথ্যরাজির বিন্যস্ত গ্রন্থনার সুযোগ দেবে এ ব্যবস্থাটি।

মাউন্টেন ভিউতে Kaleida Lab Inc.-এর কর্মক্ষেত্রটিতে এপলের প্রভাব তুঙ্গে মাল্টিমিডিয়া পণ্য তৈরীর সুবিধাতে একটি প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ তৈরী হচ্ছে এদের লক্ষ্য। আইবিএম-এর যারা সেখানে হাজির হয়েছে, তাদের কাজের গরজ ও দায়িত্ব বাড়াতে হবে বহুগুণ বেশী করে। এখানে বাজারজাতকরণ কর্মচারীদের উপর ভরসা না করে ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি গ্রাহকদের সাথে কথা বলে বুঝতে চেষ্টা করেন, কী ধরনের পণ্য এরা চান।

অষ্টিনে আইবিএম ও মোটরোলার প্রকৌশলীরা SomerSet নামে যুক্ত হয়েছেন। সমারসেট হচ্ছে এক সন্ধিক্ষেত্রের ঐতিহাসিক নাম। সেখানে রাজা আর্থারের নাইটগণ নিজেদের তরবারী তফাতে রেখে শান্তি আলোচনায় মিলিত হয়েছিল। তারা এখন Power PC-র চিপ তৈরীতে নিমগ্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা হবে বাজারের মধ্যে সবচাইতে গতিময় ও দুরন্ত চিপ।

এপল কর্তা খুশী। তিনি বলেছেন, আইবিএম-এর চিপ প্রস্তুতকারকরা জগৎ শ্রেষ্ঠ। তবে পণ্যে তার প্রমাণ থাকা চাই। এরা যাই করুন ইন্টেল, মাইক্রোসফট বাজারে আছে। আর কমপ্যাক বলে দিয়েছে, ধানাবেন কি! বাজারে প্লাটফরম তো রয়েছেই।

বাজারে যাই থাকুক, এ সব যুক্তি প্রযুক্তির বন্ধন নিশ্চেতিত আইবিএমের ঘরে প্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছে। আইবিএম শিখেছে যোগ্য লোককে দায়িত্ব দিন। তাকে লক্ষ্য দিন। তারপর কালবিলম্ব না করে পথ ছেড়ে দাড়ান দেখবেন সাফল্য আনিবার্য। সেই সাফল্যের মায়ামৃগ সন্ধান করছে আইবিএম।

পাঠকের মতামত সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকাশিত মতামতের জন্য লেখককে কমপিউটার জগৎ প্রকাশিত সহায়িকা গ্রন্থমালা থেকে (লেখকের পছন্দমত) উপহার দেয়া হবে।